১৫৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০০৯.১৪- ২৩৮

তারিখ : ১৬ ভাদ্র ১৪২২ / ৩১ আগস্ট ২০১৫

বিষয় : **'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৫' এর খসড়ার ওপর সর্বসাধারণের মতামত আহবান।**

সূত্র : (১) এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০০৯.১৪-২০০ তারিখ : ২১ জুলাই ২০১৫;
(২) এ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০০৯.১৪-২১৯ তারিখ : ১২ আগস্ট ২০১৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, 'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৫' এর খসড়াটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। উক্ত খসড়ার ওপর মতামত ১নং সূত্রের মাধ্যমে ১২ আগস্ট ২০১৫ তারিখের মধ্যে নিম্নের ঠিকানায় লিখিত/নিকস ফন্টে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২নং সূত্রের মাধ্যমে উক্ত সময়সীমা বৃদ্ধি করে ৩১ আগস্ট ২০১৫ তারিখ নির্ধারিত ছিল। এক্ষণে, 'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৫' এর খসড়ার উপর মতামত প্রদানের সময়সীমা বৃদ্ধি করে **১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫** তারিখ নির্ধারণ করা হলো।

(জি এম আককাচ হোসেন)
উপসচিব (প্রেস-১)
e-mail : as.press@moi.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা (নীতিমালাটি এই বিজ্ঞপ্তিসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০০৯.১৪. ২১৯

তারিখ : ২৮ শ্রাবণ ১৪২২ / ১২ আগস্ট ২০১৫

বিষয় : **'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৫' এর খসড়ার ওপর সর্বসাধারণের মতামত আহবান।**

'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৫' এর খসড়াটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। উক্ত খসড়ার ওপর মতামত **১২ আগস্ট ২০১৫** তারিখের মধ্যে নিম্নের ঠিকানায় লিখিত/নিকস ফন্টে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হয়েছিল। উক্ত সময়সীমা বৃদ্ধি করে আগামী ৩১ আগস্ট ২০১৫ তারিখ নির্ধারণ করা হলো।

সংযুক্ত: খসড়া ৫ (পাঁচ) পাতা।

(মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম)
যুগ্ম-সচিব (প্রেস)
e-mail : as.press@moi.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা (নীতিমালাটি এই বিজ্ঞপ্তিসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

D:\UNICODE\Tofail\On Line\Latter.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০১৯.২২.০০৯.১৪.২০০

তারিখ : ০৬ শ্রাবণ ১৪২২ / ২১ জুলাই ২০১৫

বিষয় : **'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৫' এর চূড়ান্ত খসড়ার ওপর সর্বসাধারণের মতামত আহবান।**

'জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৫' এর চূড়ান্ত খসড়াটি তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। উক্ত খসড়ার ওপর মতামত **আগামী ১২ আগস্ট ২০১৫** তারিখের মধ্যে নিম্নের ঠিকানায় লিখিত/নিকস ফন্টে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য সর্বসাধারণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সংযুক্ত: চূড়ান্ত খসড়া ৫ (পাঁচ) পাতা।

২১/৭/১৫

(মোহাম্মদ ইসমাইল হসেন)
উপ-সচিব
ফোন : ৯৫৭৬৬২০
e-mail : as.press@moi.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা (নীতিমালাটি এই বিজ্ঞপ্তিসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়

জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা– ২০১৫ *(খসড়া)*

১.০ পটভূমি:

বর্তমান সভ্যতাকে বলা হয় ইন্টারনেট সভ্যতা। ইন্টারনেট মানেই অনলাইন। সভ্যতার এই যাত্রাকে আমরা "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বলে চিহ্নিত করেছি। আমাদের স্বপ্ন, ২০২১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর একুশ শতকের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবো। আমরা এই সময়ে হতে চাই একটি সমৃদ্ধ-উন্নত মধ্য আয়ের দেশ, যাতে থাকবেনা দারিদ্র, থাকবেনা অশিক্ষা বা বৈষম্য। আমরা সেই স্বপ্নকে পূরণ করতে চাই ডিজিটাল প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমরা এরই মধ্যে আমাদের চারপাশের সবকিছুকে ডিজিটাল রূপান্তরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি। সেই লক্ষ্য অর্জন এবং সার্বিকভাবে সারা দুনিয়ার মতো জাতিগতভাবে আমাদের ইন্টারনেট নির্ভরতাও প্রশ্নাতীত।

২০১৪ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখের হিসাব অনুসারে বিশ্বের ৩০৩ কোটি ৫৭ লাখ ৪৯ হাজার ৩৪০ জন ইন্টারনেট ব্যবহার করতো, যার শতকরা ৪৫.৭ ভাগই এশিয়ার। বাংলাদেশে ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিলো ৪ কোটি ২৭ লাখ ৬৬ হাজার।
প্রযুক্তিগত দিকে থেকেও ইন্টারনেট এখন আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখন মানুষের জীবনযাপন, তথ্য আদান- প্রদান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সরকার পরিচালনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্কের সবচেয়ে বড় মাধ্যম ইন্টারনেট। লেখা, চিত্র, শব্দ ও ইন্টারএ্যাকটিভিটি সহযোগে ইন্টারনেটে তথ্য ও উপাত্তকে এমনভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব যা আর অন্য কোন মাধ্যমেই তেমনটা সম্ভব নয়। এটি একদিকে হতে পারে খবরের কাগজ, ব্যক্তিগত ডাইরী বা সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। অন্যদিকে ইন্টারএ্যাকটিভিটিসহ বিভিন্ন ধরনের নিউজ পোর্টাল, নিউজ ব্লগ, আইপি টিভি, ইন্টারনেট রেডিও ইত্যাদি নানা ধরনের অনলাইন গণমাধ্যমের আবির্ভাব ঘটেছে। দেশের বিদ্যমান কাগজ ও সম্প্রচারনির্ভর জাতীয় গণমাধ্যমগুলোও তথ্য-উপাত্ত ও সম্প্রচার ইন্টারনেটে প্রকাশ করছে। ফলে ইতোমধ্যে অনলাইন গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। দেশে অনলাইন গণমাধ্যমের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তাই অনলাইনে প্রকাশিত গণমাধ্যমের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা আবশ্যক।

বিদ্যমান অবস্থায় এইসব গণ মাধ্যম একদিকে কোন স্বীকৃতি বা সুযোগসুবিধা পায়না, অন্যদিকে গণমাধ্যমের জাতীয় মান রক্ষা করাও সম্ভব হচ্ছেনা। এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, নিবন্ধন ইত্যাদি বিদ্যমান নেই। এমন অবস্থা কোন মহলেরই কাম্য হতে পারেনা।

অনলাইন গণ মাধ্যমের স্বীকৃতি, মান নিশ্চিতকরণ ও নীতিনৈতিকতা গড়ে তোলা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান স্বীকৃত চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি জাতীয় অনলাইন গণ মাধ্যম নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

১.১ নীতিমালার নাম:
জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৫

১.২ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১.২.১ অনলাইন গণমাধ্যম পরিচালনার ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে দেশের গণমাধ্যম ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও গতিশীল করা;

১.২.২ অনলাইন গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নীতি ও মানদণ্ড অনুসরণ, গণতন্ত্রের বিকাশ, বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্য সমুন্নত রাখা, সঠিকতা, নিরপেক্ষতা ও গণমুখীনতা বজায় রাখা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা;

১.২.৩ জনগণের মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সমুন্নত রেখে গণমাধ্যমসমূহের স্বাধীনতা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা;

১.২.৪ অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে সহায়তা এবং এর মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

১.২.৫ অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠায় উন্মুক্ত ও সুষম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি, আরো গতিশীল ও দক্ষ করে গড়ে তোলা;

১.২.৬ অনলাইন গণ মাধ্যমের সহায়তায় বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, রপ্তানী বৃদ্ধি, সরকারি সেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদি কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

১.২.৭ সকল অন্যায় ও বৈষম্য নিরসন করে ন্যায় ও সমতার নীতি প্রতিষ্ঠায় অনলাইন গণমাধ্যমের সুদৃঢ় ভূমিকা নিশ্চিত করা।

১.৩ প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

১.৩.১ অনলাইন গণমাধ্যম সেবা প্রদানকারীদের নিবন্ধন প্রদান, পর্যবেক্ষণ (Monitoring) এবং মান বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা;

১.৩.২ নিবন্ধন প্রদানের মাধ্যমে সকল অনলাইন গণমাধ্যমকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থার আওতায় এনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;

১.৩.৩ জনস্বার্থ, মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আদর্শ ও চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যাতে অনলাইন গণমাধ্যম সেবাদানকারী কর্তৃক তথ্য ও উপাত্ত প্রকাশ বা সম্প্রচার করা হয় তা নিশ্চিতকরণ;

১.৩.৪ বাংলাদেশের নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অনলাইন গণমাধ্যমের ভূমিকা নিশ্চিতকরণ;

১.৩.৫ অনলাইন গণমাধ্যমের সহায়তায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত ব্যক্তির মৌলিক অধিকার, বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সম্মান সমুন্নত রাখার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

১.৩.৬ সমাজে নৈতিক অবক্ষয় রোধ ও সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা;

১.৩.৭ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখা;

১.৩.৮ অশ্লীলতা রোধ এবং সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী কোন বিজ্ঞাপন বা তথ্য- উপাত্ত প্রকাশ, প্রচার বা সম্প্রচার না করার মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ, দেশীয় সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নয়নে সহায়তাকরণ;

১.৩.৯ সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদ নির্মূল ও প্রতিরোধে সহায়তা করা।

১.৪ কৌশলসমূহ

১.৪.১ এ নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য সকল অংশীজন (Stakeholder) দের পরামর্শ গ্রহণ;

১.৪.২ প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন করা;

১.৪.৩ কমিশনের মাধ্যমে গণ- মাধ্যমের কর্মকাণ্ড সমন্বয় করা।

১.৫: সংজ্ঞা

১.৫.১ এই নীতিমালায় অনলাইন গণমাধ্যম বলতে বাংলা, ইংরেজি বা অন্য কোন ভাষায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে স্থির ও চলমান চিত্র, ধ্বনি ও লেখা বা মাল্টিমিডিয়ার অন্য কোন রূপে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ বা সম্প্রচারকারী ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে।

১.৫.২ 'কমিশন' বলতে জাতীয় সম্প্রচার কমিশন আইনের আওতায় গঠিত 'জাতীয় সম্প্রচার কমিশন' বোঝাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অনলাইন গণমাধ্যম নিবন্ধন

২.১ নিবন্ধন প্রদান

২.১.১ সকল অনলাইন গণমাধ্যমকে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধিত হতে হবে;

২.১.২ নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট বিধি বিধান অনুসরণ করে অনলাইন গণমাধ্যমকে নিবন্ধিত করবে। বিদ্যমান অনলাইন গণমাধ্যমসমূহ শর্তপূরণ সাপেক্ষে নিবন্ধিত হবে। সকল অনলাইন গণমাধ্যমের জন্য সম্পাদকসহ সাংবাদিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, আর্থিক সঙ্গতি, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও বেতন কাঠামো বাস্তবায়নসহ একক নাম সংক্রান্ত বিধি-বিধান মেনে নিবন্ধিত হতে হবে;

২.১.৩. কাগজ বা সম্প্রচারের জন্য নিবন্ধিত, ডিক্লারেশন বা লাইসেন্স প্রাপ্ত গণমাধ্যমকে অনলাইন প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচারের জন্য নিবন্ধিত হতে হবে;

২.১.৪ সরকার অংশীজনদের (Stakeholder) সাথে আলোচনা করে নিবন্ধন প্রদানের ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক উন্মুক্ত, স্বতন্ত্র আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন করবে। এতে নিবন্ধন প্রদান পদ্ধতি, যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, বাতিল ও অগ্রায়নের বিধান বর্ণিত থাকবে;

২.১.৫ এ সম্পর্কিত আইন/ বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার তথা তথ্য মন্ত্রণালয় এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে যথাশীঘ্রসম্ভব এই দায়িত্ব কমিশনের ওপর ন্যস্ত করতে হবে;

২.১.৬ নিবন্ধনপ্রাপ্ত সকল অনলাইন গণমাধ্যম সরকারের কাছে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে এবং শর্তপূরণ সাপেক্ষে ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে সরকারি সহায়তা পাবে।

তৃতীয় অধ্যায়
অনলাইনে তথ্য-উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার সংক্রান্ত

৩.১ মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাস;

৩.১.১ তথ্যের অবাধগম্যতা, শিক্ষার প্রসার, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ, নির্মল আনন্দদান ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা হবে অনলাইন গণমাধ্যমের তথ্য- উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচারের মূল লক্ষ্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সংবাদ প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচারের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে;

৩.১.২ মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও নীতিমালা সমুন্নত রাখতে হবে;

৩.১.৩ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাসসহ সর্বজন স্বীকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা গৌরবান্বিত করতে হবে।

৩.২ সংবাদ ও তথ্যমূলক বিষয়াদি

৩.২.১ অনলাইন গণমাধ্যমে প্রচারিত, প্রকাশিত বা সম্প্রচারে কোন প্রকার অসঙ্গতিপূর্ণ, বিভ্রান্তিমূলক ও অসত্য তথ্য বা উপাত্ত দেয়া যাবে না। সকল তথ্য-উপাত্তে উভয় পক্ষের যুক্তিসমূহ যথাযথভাবে উপস্থাপনের সুযোগ থাকতে হবে;

৩.২.২ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নবর্ণিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহের তথ্য-উপাত্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করতে হবে। যথা- রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের ভাষণ, জরুরী আবহাওয়া বার্তা, স্বাস্থ্য বার্তা, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা, সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রেস নোট, সরকার কর্তৃক সময় সময় অনুমোদিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি।

৩.৩ ভাষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় অনুভূতি

৩.৩.১ দেশীয় সংস্কৃতির অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশের আবহমানকালের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাবধারার প্রতিফলন, বাংলাদেশী সংস্কৃতির সঙ্গে জনসাধারণের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ধারাকে দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে দেশীয় সংস্কৃতির সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটাতে হবে;

৩.৩.২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতির অগ্রগতির জন্য তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাবধারার সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটাতে হবে;

৩.৩.৩ সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিল্প ও শিল্পীদের অনুসন্ধান করে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে;

৩.৩.৪ রাষ্ট্র ভাষাকে যোগ্য মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তথ্য পাঠ, প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচারের ক্ষেত্রে কোনক্রমেই বাংলা প্রমিত বানান বা উচ্চারণের মান শিথিল করা যাবে না; প্রয়োজনে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা যাবে, তবে কোনক্রমেই কোন অঞ্চলের প্রতি কৌতুক বা পরিহাস করার জন্য আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা যাবে না;

৩.৩.৫ সকল ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে;

৩.৩.৬ অনলাইন গণমাধ্যমে প্রচারিত, প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত সকল তথ্য উপাত্তে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় তথা সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমমর্যাদা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারী সমাজ আমাদের জাতিকে প্রত্যয়দীপ্ত রাখার ব্যাপারে সত্যিকারের অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এর স্পষ্ট প্রতিফলন থাকতে হবে।

৩.৪ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

৩.৪.১ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে স্বেচ্ছাভিত্তিক কাজে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে তথ্য উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচারের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। একই সাথে শ্রমের মর্যাদা ও কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং এজন্য কোন পেশা বা বৃত্তি যে অমর্যাদাকর নয় সেটি তথ্য-উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচারের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হবে;

৩.৪.২ কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার আন্দোলনে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মীদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে;

৩.৪.৩ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন রাখতে ও এ সম্পর্কে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে তাদেরকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। শালীনতা, রুচি ও দেশীয় কৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত প্রদান করতে হবে;

৩.৪.৪ জনসাধারণকে দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে;

৩.৪.৫ যুব সম্প্রদায়ের সৃজনশীল চিন্তাধারা ও শক্তিকে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের পথনির্দেশনা দিতে হবে এবং তাদের সমস্যা সমাধানে ফলপ্রসু ইঙ্গিত প্রদান করতে হবে;

৩.৪.৬ নৈতিকতাবোধের উন্নয়ন, সামাজিক কুসংস্কার থেকে মুক্তি এবং সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ দমনের দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে সকল প্রকার দুর্নীতি দমন ও সমাধানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকতে হবে;

৩.৪.৭ জাতীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনসাধারণকে দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য সচেতন করে তুলতে হবে;

৩.৪.৮ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৩.৫ তথ্য উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার বিষয়ক সতর্কতা

৩.৫.১ অনলাইন গণমাধ্যমে শিশু বা নারীর প্রতি সহিংসতা, অসম আচরণ বা হয়রানীমূলক কর্মকান্ডকে উদ্ধুদ্ধ করে এমন অনুষ্ঠান প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করা যাবে না;

৩.৫.২ শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক, মানবিক এবং নৈতিক গঠনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এমন অশ্লীল, তথ্যগতভাবে ভ্রান্ত বা ভাষাগতভাবে অশোভন কিংবা সহিংসতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করা যাবে না;

৩.৫.৩ কোন প্রকার অশোভন উক্তি/আচরণ করা যাবে না এবং অপরাধীদের কার্যকলাপের কৌশল প্রদর্শন যা অপরাধ সংগঠনের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনে সহায়ক হতে পারে এমন তথ্য উপাত্ত বা দৃশ্যাবলী প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করা যাবে না;

৩.৫.৪ মানবিক অনুভূতিতে আঘাত করে এমন তথ্য-উপাত্ত, সত্যিকার হত্যাকাণ্ড, নৃশংস হত্যাকান্ড, দুর্ঘটনায় নিহত ও আত্মহত্যার মৃতদেহ এবং নির্যাতিত, ধর্ষিত এবং ব্যভিচারের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত কোন নারী বা শিশুর স্থির বা চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা যাবে না;

৩.৫.৫ মানবিক অনুভূতিতে আঘাত করে করে এমন কোন মানুষ বা প্রাণী নির্যাতনের দৃশ্য, তথ্য উপাত্ত বা দৃশ্যাবলী প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করা যাবে না;

৩.৫.৬ অশ্লীল, হিংসাত্মক, সন্ত্রাসমূলক এবং দেশীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী কোন তথ্য-উপাত্ত বা দৃশ্যাবলী প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

৩.৬ শিক্ষামূলক তথ্য উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার

৩.৬.১ অনলাইন গণমাধ্যমে জনস্বার্থে দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে নারী, অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক তথ্য উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার করতে হবে;

৩.৬.২ একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড বা তথ্য নির্ভর প্রতিবেদন প্রস্তুত বা প্রামাণ্য তথ্য উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার করতে হবে;

৩.৬.৩ দেশের প্রতিটি নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর হতে সচেতন ও আগ্রহী করার জন্যে তথ্য উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিজ্ঞাপন

৪.১ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বক্তব্য

৪.১.১ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, বিদেশী কূটনীতিক এবং জাতীয় বীরদের অনলাইন গণমাধ্যমে প্রচারিত, প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত পণ্য বা সেবার বিজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। তবে গণসচেতনতা ও সমাজ সংস্কারমূলক বিজ্ঞাপনে দেশের স্বনামধন্য নাগরিকদের সম্মতিক্রমে বিজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে;

৪.১.২ অনলাইন গণমাধ্যমে প্রচারিত, প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত বিজ্ঞাপনের ভাষা, দৃশ্য কিংবা নির্দেশনা কোন ধর্মীয় বা রাজনৈতিক অনুভূতির প্রতি পীড়াদায়ক হতে পারবে না। ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্যের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ইত্যাদি ধর্মীয় স্থানের স্থিরচিত্র কিংবা চলমান চিত্র উপস্থাপন করা যাবে না। তবে বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত না করে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের চিত্র প্রকাশ বা প্রদর্শন বিবেচনা করা যেতে পারে;

৪.১.৩ বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মতবিরোধ তৈরি করতে পারে, এমন বিজ্ঞাপন অনলাইন গণমাধ্যমে প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করা যাবে না;

৪.১.৪ বিভিন্ন ধর্ম বা মতাবলম্বীদের মধ্যে সংঘর্ষ, বিদ্বেষ বা বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে এমন বিজ্ঞাপন প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

৪.২ পণ্য, পণ্যের মান এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ

৪.২.১ অনলাইন গণমাধ্যমে প্রচারিত, প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিজ্ঞাপনে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) এর মান নিয়ন্ত্রণ (প্রযোজ্য হলে) সনদপত্র উপস্থাপন করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র উপস্থাপন করতে হবে;

৪.২.২ এমন কোন বর্ণনা বা দাবী প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করা যাবে না যাতে জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতারিত হতে পারে;

৪.২.৩ প্রতিযোগি পণ্যের তুলনা বা নিন্দা করে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা যাবে না। অন্য পণ্য সম্পর্কে বিজ্ঞাপনে অমর্যাদাকর কোন উক্তি করা যাবে না;

৪.২.৪ সংবাদের আকারে এবং কোন অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে বিজ্ঞাপন প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করা যাবে না;

৪.২.৫ বিজ্ঞাপনের অডিও মানসম্মত এবং শ্রুতিমধুর হতে হবে, অতি কোলাহলপূর্ণ ও কর্ণপীড়াদায়ক হবে না। বিজ্ঞাপনে বিকৃত ও অশ্লীল শব্দ, উক্তি, সংলাপ, জিংগেল ও গালিগালাজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না;

৪.২.৬ দেশী- বিদেশী গান বা গানের অংশ বা গানের সুর সুরকার ও স্বত্বাধিকারীর অনাপত্তি নিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে;

৪.২.৭ কোন ধরণের নকল বিজ্ঞাপন প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করা যাবে না;

৪.২.৮ ঔষধ জাতীয় পণ্য, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনেষ্টিক সেন্টার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/ ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে;

৪.২.৯ ঔষধপত্র, চিকিৎসা বিষয়ক পণ্যের বিজ্ঞাপনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা দন্ত চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রদান করা যাবে না এবং তাদের পরিচয় প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করা যাবে না। অনুরূপভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত পণ্যের

বিজ্ঞাপনে পেশাগত পরামর্শ পরিহার করতে হবে। তবে, সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন যেমন- এইডস, ডায়রিয়া, ডেঙ্গু, যক্ষ্মা, মহামারি ইত্যাদি প্রতিরোধ এবং মাদক নিয়ন্ত্রণ, এসিড নিক্ষেপ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুমতিক্রমে পরিচয়সহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের পেশাগত পরামর্শ দেখানো যেতে পারে;

৪.২.১০ দেশে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বিজ্ঞাপনে দেশীয় মডেল ব্যবহার করতে হবে;

৪.২.১১ বিদেশে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বিজ্ঞাপনে বিদেশী মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে;

৪.২.১২ বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পরিবেশবান্ধব হতে হবে;

৪.২.১৩ রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ ভবন, স্থাপনা, কার্যালয়, যেমন- জাতীয় সংসদ ভবন, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার, বাংলাদেশ সচিবালয়, কোর্ট বা আদালত ও আদালতের কার্যক্রম, সেনানিবাস এলাকা, ইত্যাদি প্রদর্শন করা যাবে না।

৪.৩ বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা এবং সংস্কৃতি

৪.৩.১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসের মত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলোর মর্যাদা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে এগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে;

৪.৩.২ বিজ্ঞাপন শোভনীয়, সুন্দর, সুরুচিপূর্ণ ও পরিমার্জিত কিনা এ বিষয়ে কোনরূপ দ্বিধা/সন্দেহ দেখা দিলে গণমাধ্যমকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;

৪.৩.৩ বাংলাদেশের সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং যা শিশু-কিশোর এবং যুব সমাজের মধ্যে হতাশা বা সংস্কৃতিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে তা প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না। কিশোর বা যুব সমাজ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে হেয় হয় এবং শারিরীক অক্ষম বা দৈহিক বর্ণকে কেন্দ্র করে বা শ্রমের মর্যাদা হানি করে এমন কোন বিজ্ঞাপন প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করা যাবে না;

৪.৩.৪ বিজ্ঞাপনে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বা সংহতি বিনষ্ট হয় এমন কোন মনোভাব প্রদর্শন করা যাবে না;

৪.৩.৫ বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণকারী মডেলদের পোষাক- পরিচ্ছদ শালীনতা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৪.৪ শিশু এবং নারীর অধিকার

৪.৪.১ অনলাইন গণমাধ্যমে প্রচারিত, প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত বিজ্ঞাপনে শিশুদের পরনিন্দা, বিবাদ, কলহের দৃশ্য পরিহার করতে হবে এবং চরিত্র গঠন ও সুশিক্ষা প্রদানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে;

৪.৪.২ শিশুদের নৈতিক, মানসিক বা শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ ও স্বভাব সুলভ সরলতার সুযোগকে প্রতারণাপূর্ণ ও চাতুর্য্যের সাথে কাজে লাগিয়ে কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য হাসিলের প্রয়াস গ্রহণযোগ্য হবে না;

৪.৪.৩ বিজ্ঞাপন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও জাতীয় শিশু নীতি সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নীতিসমূহ অনুসরণ করতে হবে;

৪.৪.৪ গুঁড়ো দুধের বিজ্ঞাপনে ৫ (পাঁচ) বছরের কম বয়সের শিশুদের মডেল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না কিংবা ছবি প্রদর্শন করা যাবে না। এছাড়া গুঁড়ো দুধের বিজ্ঞাপনে নিম্নলিখিত দুইটি বাক্য পৃথকভাবে সুপার ইম্পোজ করে সুস্পষ্টাক্ষরে দেখাতে হবে-

ক) "শিশুদের জন্য মায়ের দুধের বিকল্প নেই"

খ) "এই গুঁড়ো দুধ এক বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য নয়"

৪.৪.৫ বিজ্ঞাপনে এমন কিছু প্রচার করা যাবে না যা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং সরাসরিভাবে শিশুদেরকে প্রলুব্ধ করে এবং তাদের শারীরিক এবং মানসিক গঠন ব্যাহত করে;

৪.৪.৬ যে কোন খাদ্য বা পানীয় এর বিজ্ঞাপনে উক্ত খাদ্য বা পানীয়ের পুষ্টি ও খাদ্য গুণ এবং স্বাস্থ্যগত প্রভাব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং সুপার ইম্পোজ করে স্পষ্টাক্ষরে দেখাতে হবে; প্রকাশনার ক্ষেত্রে এইসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;

৪.৪.৭ শিশুদের দ্বারা বিপদজনক কোন দ্রব্য যেমন- বিস্ফোরক, দিয়াশলাই, প্রেট্রোল বা দাহ্য পদার্থ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র ইত্যাদি ব্যবহারের দৃশ্য দেখানো যাবে না। যে কোন পরিস্থিতিতে বিজ্ঞাপনচিত্রে শিশুদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ দৃশ্য দেখানো যাবে না;

৪.৪.৮ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত চর্চা এবং যৌক্তিক বিরতির সময়সীমা অনুসরণ করতে হবে। এই বিষয়ে কোন অভিযোগ আসলে কমিশন প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিবে;

৪.৪.৯ বিজ্ঞাপনচিত্রে ভয়- ভীতি সৃষ্টিকারী কোন কিছু প্রদর্শন করা যাবে না। ফাঁসি, শ্বাসরোধ, আত্মহত্যা, অঙ্গবিচ্ছেদ ইত্যাদি বীভৎস দৃশ্য দেখানো যাবে না। শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তির স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে এরূপ প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার যাবে না;

৪.৪.১০ ধর্ষণ, ব্যভিচার, অশ্লীল ছবি বা চলচ্চিত্র দেখানো, নারী নির্যাতন, নারীর প্রতি সহিংসতা বা তাঁদের প্রতি শারীরিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে, কিশোরী ও মহিলাদের উত্যক্তকরণ এবং তাঁদের প্রতি অশোভন অঙ্গভঙ্গীতে উৎসাহ দেয় এই ধরনের বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞাপন চিত্র প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

৪.৫.১ নিম্নেবর্ণিত পণ্য ও সেবার বিজ্ঞাপন প্রচারযোগ্য হবে না

১. বাংলাদেশ ব্যাংকের ছাড়পত্রবিহীন/অননুমোদিত অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান;
২. পত্র মিতালী ক্লাব, নাইট ক্লাব, বার, সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয় এমন ক্লাব বা সমিতি;
৩. ভাগ্য গণনাকারী ও এতদসংক্রান্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;
৪. লাইসেন্সবিহীন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড এবং কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠান/ সার্ভিস/ ব্যুরো;
৫. বাজি ধরা, জুয়া খেলা বা এতদসংক্রান্ত সংস্থা/ কোম্পানী/ ব্যক্তি;
৬. সিগারেট, বিড়ি, চুরুট ইত্যাদি তামাকজাত পণ্য;
৭. মদ, গাঁজা, চরস, হেরোইন ইত্যাদি মাদক/ নেশা জাতীয় পণ্য;
৮. এলকোহল মিশ্রিত এবং নেশা জাতীয় পণ্য (এলকোহলের পরিমাণ যাই হোক না কেন);
৯. মহিলাদের বক্ষ বর্ধন, পুরুষ ও মহিলাদের বা শিশু কিশোরদের স্লিমিং, ওজন হ্রাস অথবা সীমিতকরণ, ফিগার নিয়ন্ত্রণ এর জন্য ব্যবহৃত অননুমোদিত ঔষধপত্র অথবা চিকিৎসা, যৌন দুর্বলতা, অকাল বার্ধক্য ইত্যাদি বিষয়ক বিশেষ চিকিৎসা, স্বপ্নে প্রাপ্ত ঔষধ, মাদুলী, কবজ, যাদু ইত্যাদি;
১০. অবৈধ চাঁদা আদায় সংক্রান্ত;
১১. সরকারের অনুমোদনবিহীন আবাসিক ভবন বা স্থাপনা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন;
১২. মেধাস্বত্ত্ব লঙ্ঘনকারী কোন পণ্য;

৪.৫.২ এ নীতিমালায় উল্লেখ নাই এমন বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত দিবে। কমিশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সকল বিষয়ে সরকার প্রচলিত নিয়মানুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অনলাইন গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন বিষয়ে মতবিরোধ হলে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়
তথ্য উপাত্ত প্রকাশ বা সম্প্রচারের অনুপযুক্ততা

৫.১.১ এই নীতিমালা অনুসরণে ব্যর্থতা;

৫.১.২ বাংলাদেশের জনগণ, জাতীয় আর্দশ বা উদ্দেশ্যের প্রতি কোন প্রকার ব্যঙ্গ, অবমাননা বা বিদ্রুপ অথবা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অখণ্ডতা বা সংহতি ক্ষুণ্ন হতে পারে এমন প্রবণতা;

৫.১.৩ বিচ্ছিন্নতা বা অসন্তোষ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতি বা শ্রেণী বিদ্বেষ প্রচার, কোন ধর্ম, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রুপ, বিদ্বেষ বা বিভেদ সৃষ্টি;

৫.১.৪ কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা গোপনীয় বা মর্যাদা হানিকর তথ্য প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার করা যাবে না। তবে, এমন কোন তথ্য যা জনস্বার্থকে সরাসরিভাবে ক্ষুণ্ন করে, সেই সকল ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংগঠিত জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্য গোপনীয়তার আওতায় পরবে না;

৫.১.৫ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোন তথ্য ফাঁস করা যাবে না;

৫.১.৬ ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত সৃষ্টি করতে পারে, আইন- শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে উৎসাহ প্রদান করতে পারে এবং আইন- শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করে এমন ধরনের তথ্য ও উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার করা যাবেনা;

৫.১.৭ সশস্ত্র বাহিনী অথবা দেশের আইন- শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত দায়িত্বশীল অন্য কোন বাহিনীর প্রতি কটাক্ষ, বিদ্রুপ বা অবমাননা করা যাবে না। এছাড়া অপরাধ নিবারণ ও নির্ণয়ে অথবা অপরাধীদের দন্ডবিধানে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের হাস্যস্পদ করে ও তাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে এমন তথ্য ও উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার করা যাবেনা। তবে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর কোন সদস্যের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বা মানবাধিকার লঙ্ঘন বা দেশের প্রচলিত আইনের লঙ্ঘন এর আওতায় পড়বে না;

৫.১.৮ দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন কোন তথ্য উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করা যাবে না;

৫.১.৯ কোন জনগোষ্ঠী, জাতি বা দেশের মর্যাদা বা ইতিহাসের ক্ষতিকর ঘটনা/ দৃশ্য বিন্যাস বা ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি এমন তথ্য ও উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার করা যাবে না;

৫.১.১০ ধর্ষণ, ব্যভিচার, নারী ও শিশুর উপর অপরাধমূলক আক্রমণ, নারী ও শিশুদের নিয়ে অবৈধ ব্যবসা, উত্যক্তকরণ, পতিতাবৃত্তি এবং দালালী, অশোভন দেহভঙ্গী এমন তথ্য ও উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার করা যাবে না;

৫.১.১১ শারীরিক নিগ্রহ অথবা মাত্রাতিরিক্ত প্রসব বেদনা প্রদর্শন, যৌন ব্যধি, অতিমাত্রায় রক্তক্ষরণ, জখম ও ছেদন ইত্যাদি দৃশ্য, সত্যিকার ফাঁসিতে লটকানো বা বীভৎস হত্যাকাণ্ড, শ্বাসরোধ করে হত্যা বা আত্মহত্যার দৃশ্য প্রদর্শন করা যাবে না;

৫.১.১২ রাষ্ট্রদ্রোহিতা, নৈরাজ্য এবং হিংসাত্মক ঘটনা প্রদর্শন করে এমন তথ্য ও উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার করা যাবে না।

৫.১.১৩ দুর্নীতিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহ প্রদান করে এ ধরণের অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না;

৫.১.১৪ অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপন দেশের প্রচলিত আইন, রীতি-নীতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
কমিশন

৬.১ কমিশন নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করবে:

৬.১.১ কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা ধারাবাহিকভাবে মনিটর করবে;

৬.১.২ কমিশন সকল গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রকাশিত বা প্রচারিত অনুষ্ঠান ও সংবাদ সম্পর্কিত ষান্মাসিক/ বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করে তা সরকারের নিকট পেশ করবে;

৬.১.৩ কমিশন যে কোন অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারবে;

৬.১.৪ কমিশন সম্প্রচার অনুপযোগী ও নীতিমালা পরিপন্থী তথ্য প্রকাশ এবং দেশের বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধান লংঘনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বা স্বপ্রণোদিতভাবে সংশ্লিষ্ট অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোসহ আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান ও যথাযথ তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করতে পারবে;

৬.১.৫ কমিশন আইনের বাস্তবায়ন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিধিবিধান প্রণয়নের জন্য অংশীজন (Stakeholder) দের পরামর্শ গ্রহণ করবে।

৬.২ অনুসরণীয় নিয়মাবলী (Code of Guidance)

৬.২.১ কমিশন অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের জন্য একটি অনুসরণীয় নিয়মাবলী (Code of Guidance) তৈরী করবে এবং সময়ে সময়ে অংশীজনদের সাথে পরামর্শ ও পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করবে। এ নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশন নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করবে:

(ক) প্রচারিত, প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের অন্যায্য (unjust) এবং অনুচিত (unfair) বিষয়সমূহ পরীবিক্ষণ;

(খ) অযৌক্তিক/ অসমর্থিতভাবে গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন করে (unwarranted infringement of privacy) এমন বিষয়াদি পরিহার;

(গ) প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট Charter of Duties, তথ্য উন্মুক্তকরণ নীতিমালা (Disclosure Policy) ও সম্পাদকীয় নীতিমালা অনুসরণ নিশ্চিতকরণ।

৬.৩ অভিযোগ ও নিষ্পত্তি

৬.৩.১ অনলাইন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য-উপাত্ত যদি কোন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠানের অধিকার ক্ষুণ্ন করে তাহলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কমিশনের নিকট তথ্য উপাত্ত প্রকাশের বা অনুষ্ঠান প্রচারের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অভিযোগ দাখিল করতে পারবে;

৬.৩.২ কমিশন প্রাপ্ত অভিযোগ সরেজমিনে তদন্ত করে ও উভয় পক্ষের শুনানি শেষে ৬০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে;

৬.৩.৩ অভিযোগ প্রমাণিত হলে সরকার আইন/ বিধি মোতাবেক শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

৭.১ এ অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালার আলোকে প্রতিটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট Charter of Duties ও সম্পাদকীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে, যা কোনমতেই অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালার পরিপন্থি হতে পারবে না এবং কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হবে;

৭.২ কোন অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপন শোভনীয়, সুন্দর, সুরুচিপূর্ণ ও পরিমার্জিত কিনা এ বিষয়ে কোনরূপ দ্বিধা/ সন্দেহ দেখা দিলে অনলাইন গণমাধ্যমকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;

৭.৩ সকল তথ্য উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার করার ক্ষেত্রে দি সেন্সরশিপ অব ফিল্মস অ্যাক্ট-১৯৬৩ (The Censorship of Film Act-1963), তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০৬ (ICT Act 2006), কপিরাইট, ট্রেডমার্কস, প্যাটেন্টস-ডিজাইন ও জিআই আইনসহ অন্যান্য মেধাসম্পদ আইনসমূহ বা দেশের প্রচলিত আইনসমূহ ও তার অধীন প্রণীত বিধি বিধান লঙ্ঘন করে বা কোন জাতীয় নীতিমালার পরিপন্থী কোন তথ্য উপাত্ত প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচার করা যাবে না।

৭.৪ অনলাইন গণমাধ্যমে প্রচারিত, প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত বিজ্ঞাপনে সশস্ত্র বাহিনী অথবা দেশের আইন- শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত অন্য কোন বাহিনীর প্রতি কটাক্ষ, বিদ্রুপ বা অবমাননা করা যাবে না। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন একটি পণ্যের বিজ্ঞাপনে মডেল হিসেবে প্রতিরক্ষা বাহিনী, পুলিশ বা অন্য কোন আইন- শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের প্রদর্শন করা যাবে না। তবে, জনস্বার্থে জনসচেতনতা ও সমাজ সংস্কারমূলক বিজ্ঞাপনে প্রয়োজনবোধে এসব বাহিনীর লোকদের বিজ্ঞাপনচিত্রে অনুমতিক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিজস্ব কোন ঘোষণা বা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিজ্ঞাপন হিসেবে প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করা যেতে পারে;

৭.৫ অনলাইন গণমাধ্যমকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্বে বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন নীতিমালা সঠিকভাবে অনুসরণ না করা হলে সরকার সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৭.৬ বৈজ্ঞানিক শব্দাবলী, পরিসংখ্যান, উদ্বৃতি ইত্যাদি বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে, যেন সাধারণ দর্শক বিভ্রান্ত না হয়। পরবর্তীতে সৃষ্ট কোন জটিলতার জন্য বিজ্ঞাপনদাতাকে দায়- দায়িত্ব বহন করতে হবে;

৭.৭ বিজ্ঞাপন শোভনীয়, সুন্দর, সুরুচিপূর্ণ ও পরিমার্জিত হতে হবে;

৭.৮ স্যানিটারী ন্যাপকিন, কনডম প্রভৃতিসহ জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিজ্ঞাপন প্রচারকালে বিজ্ঞাপনের ভাষা, দৃশ্য ও সংলাপ মার্জিত ও শোভনীয় হতে হবে;

অষ্টম অধ্যায়

৮. নীতিমালার যুগোপযুগীকরণ

এই নীতিমালা প্রয়োজনে অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে যুগোপযুগী করা যাবে। প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক নীতিমালার সাথে এই নীতিমালা সংযুক্ত হতে পারবে।

-oo-